Naya Jamana new....manas....._Layout 1 25-08-2026 22:06 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৭ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২৫ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬৩ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

উর্বশীর তেরঙ্গা গাউনে বিতর্ক

'ড্রাগনে'র নজরে অরুণাচল !

পাকিস্তানের পরমাণু কেন্দ্রে আছড়ে পড়ল ভারতীয় ড্রোন

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন বুদ্ধজায়া মীরা ভট্টাচার্য

আরও বাড়ল বার্ধক্য-বিধবা ও দিব্যাঙ্গ ভাতা

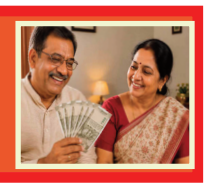

ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল মামলায়
স্বস্তির নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ঃ ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় যোগ্য প্রার্থীদের আপাতত স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। নতুন দায়ের হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের (আইএ) শুনানি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্যদের চাকরি বহাল থাকবে বলে জানাল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।আদালতের আগের নির্দেশে ছিল, যোগ্য বা আনটেন্টেড প্রার্থীরা ৩১ অগস্ট পর্যন্ত চাকরি চালিয়ে যাবেন, তার মধ্যে এসএসসিকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্যে সরকার বদলের পর নতুন সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করতে চাইলেও তা সময়সাপেক্ষ হওয়ায় আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন জমা পড়ে।বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের অসুস্থতার জেরে মামলাটি ওঠে প্রধান বিচারপতির এজলাসে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানান, নতুন আইএ দাখিল হওয়ায় তার শুনানি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী নির্দেশই কার্যকর থাকবে, নতুন কোনও নির্দেশের প্রয়োজন নেই।আন্দোলনকারী শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল জানান, ৩১ অগস্ট আসন্ন হওয়ায় তাঁরা উৎকণ্ঠায় ছিলেন, তবে আদালতের এই স্পষ্টীকরণে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে।

ফুটপাথবাসী সীতাদেবীর মাথায় ছাদ থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ ফুটপাথে দুধ গরম বিতর্কে বড় পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শিশুকে কোলে নিয়ে সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে হাজির হন পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথবাসী বৃদ্ধা সীতাদেবী। তাঁকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,ফুটপাথে আর থাকতে হবে না। আমরা থাকার ব্যবস্থা করে দেব। নিশ্চিন্তে সেখানে থাকবেন।পুরসভাকে দ্রুত থাকার ব্যবস্থা করার নির্দেশও দেন তিনি। এদিন সীতাদেবীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যান বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীতাদেবী বাচ্চাকে নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তিনি পুরসভাকে থাকার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সীতাদেবী রাজ্য সরকার ও তাঁর উপর ভরসা রাখার কথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত বিগত সরকারগুলির সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, বামপন্থীদের ৫০ বছরের শাসনে কেউ সীতাদেবীর খোঁজ নেয়নি। দিন কয়েক আগে পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে নাতির জন্য দুধ গরম করার সময় পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সীতাদেবীকে বাধা দেন, যা নিয়ে ভাইরাল ভিডিওর জেরে তাঁর মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অগ্নিমিত্রা পরে সাফাই দিয়ে বলেন, দুধ কেড়ে নেওয়া হয়নি, শুধু সরে যেতে বলা হয়েছিল।এই ইস্যুতে ফেসবুক লাইভে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরিবারটির দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং কোনও কর্মীর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করার কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, নিজের বাড়িতে কেন আশ্রয় দিচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত পরিবারটির মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থার আশ্বাস দিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

টুলু মামলায়
তদন্তের জাল মুর্শিদাবাদেও

নয়া জামানা ঃ পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলকে ঘিরে মামলার তদন্তের জাল বীরভূম ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে গিয়েছে। ধৃতদের জেরায় একাধিক ঘটনায় মুর্শিদাবাদ-যোগের সন্ধান মিলেছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। সিউড়ির কল্পতরু পল্লি থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রবীর কুমার দাসকে জেরা করে বেশ কিছু নথির হদিস মেলে। এরপর প্রবীরকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে টুলু মণ্ডলের ব্যবসা সংক্রান্ত একাধিক নথি উদ্ধার হয়। সেই সূত্র ধরেই ভোররাতে প্রবীরকে নিয়ে ডোমকলে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সেহগাল হোসেনের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ, যেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে।তবে প্রবীরের স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করেছেন, পুলিশই তাঁদের ফাঁকা ঘরে নথি রেখে স্বামীকে ফাঁসাচ্ছে। একই দাবি করেছেন সেহগালও। এই বক্তব্যের পর তদন্তের অভিমুখ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। গরু পাচার মামলায় অনুব্রতের সঙ্গে তিহার জেলে থাকা সেহগালের সঙ্গে টুলুর যোগসূত্র প্রমাণিত হলে তদন্তের পরিধি বাড়তে পারে। পাশাপাশি উঠে এসেছে বড়এঞার প্রাক্তন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার নামও, যাঁর সঙ্গে সাঁইথিয়ার যোগ রয়েছে এবং যেখানে প্রবীরও কর্মরত ছিলেন।

কলকাতা পুরভোটের
দায়িত্বে সুকান্ত
প্রস্তুতি শুরু বিজেপির

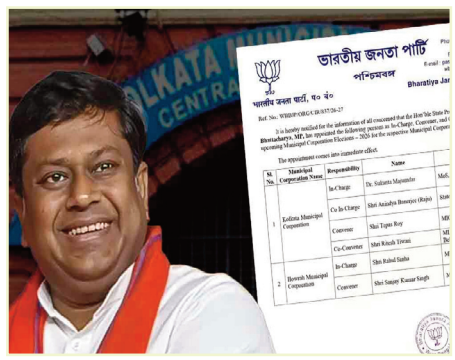

নয়া জামানা ঃ কলকাতা পুর নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে কলকাতার পুরভোট সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হল। কলকাতার পুরভোট পরিচালনা কমিটির ইনচার্জ হয়েছেন সুকান্ত, কো-ইনচার্জ রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি অনিন্দ্য (রাজু) বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকতলার বিধায়ক তথা রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় কমিটির আহ্বায়ক এবং কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি সহ-আহ্বায়ক।একই সঙ্গে মঙ্গলবার হাওড়া পুরসভা নির্বাচন পরিচালনা কমিটিও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিংহকে ইনচার্জ ও বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিংহকে আহ্বায়ক করা হয়েছে।হাওড়ায় গত আট বছর পুরবোর্ড নেই, আর মেয়াদ শেষের আগেই ভেঙে গিয়েছে কলকাতা পুরবোর্ড। রাজ্যে পালাবদলের পরে ইস্তফা দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বর্তমানে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বিজেপি সূত্রের খবর, পুজোর পরে নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ ভোট ধরে নিয়েই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।মঙ্গলবার বিধাননগরে বিজেপির রাজ্য দফতরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্তটি ঘোষিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী-সহ কলকাতা পুর এলাকার বিধায়করা।বিজেপি সূত্রের ব্যাখ্যা, সুকান্তের মতো ওজনদার নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া কলকাতা দখলের লক্ষ্যে দলের সংকল্পের ইঙ্গিত। ২০২১ সালে ভরাডুবির পরে সুকান্তের সভাপতিত্বেই বিজেপি ধাপে ধাপে ঘুরে দাঁড়ায়; ২০২৩ পঞ্চায়েতে ভোট ২৩ শতাংশে ও ২০২৪ লোকসভায় ৩৯ শতাংশে পৌঁছয়। ২০২৫-এ শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হলেও কোর কমিটিতে গুরুত্ব ধরে রাখা হয়েছিল সুকান্তের। এবার সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে ফের তাঁকেই সামনে রাখল দল।

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিতে বেড দ্বিগুণ
সেপ্টেম্বরে আদানি
হাসপাতালের ভূমিপুজো

নয়া জামানা ঃ নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত অত্যাধুনিক হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ১ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রস্তাব মেনে এই পরিকল্পনা নিয়েছে আদানি গোষ্ঠী বলে নবান্ন সূত্রের দাবি। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর আদানি আরোগ্য নিকেতন-এর ভূমিপুজো হওয়ার কথা। নিউটাউনের ৫১.৭৫ একর জমিতে গড়ে উঠবে হাসপাতালটি। প্রাথমিক পরিকল্পনায় ৫০০ শয্যায় রাজ্যের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার কথা ছিল। শয্যা দ্বিগুণ হলে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগও ১ হাজার শয্যায় বাড়তে পারে। তবে এর বিস্তারিত শর্ত চূড়ান্ত চুক্তিতে নির্ধারিত হবে। স্বাস্থ্যশিক্ষা, গবেষণা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও মেডিক্যাল ট্যুরিজমের কেন্দ্র হিসেবেও হাসপাতালটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিক মূলধনী বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ১,২০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ আধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

বেগম রোকেয়া

বাঙালি সমাজচিন্তার নবদিগন্ত

অরূপ পালিত

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন অবিভক্ত বাংলা সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার পুরু দেয়ালে আচ্ছন্ন, নতুন আশার প্রতীক হয়ে তখনই এক নারী অন্ধকার ভেদ করে আবির্ভূত হন। তিনি হচ্ছেনবেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, যিনি নারীশিক্ষা, নারীঅধিকার, আত্মমুক্তি ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবী অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য, সমাজভাবনা ও সংগঠন, সবসময় প্রমাণ করে তিনি কেবল একজন লেখিকা নন, তিনি ছিলেন নবজাগরণের দিশারী, প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর এবং নারী-মানবিকতার মূর্ত প্রতীক।তাঁর জীবনযাপন, সংগ্রাম, আত্মশিক্ষা ও ত্যাগ নারীর অবস্থান সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে সমাজকে। তাই তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব, সমাজদৃষ্টি ও নারীবাদী চিন্তা আজও গবেষণার মূল আলোচ্য।১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জমিদার পরিবারে জন্ম বেগম রোকেয়ার ।তাঁর পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হাদার সাবের ছিলেন বহু ভাষায় দক্ষ ও জ্ঞানানুরাগী। কিন্তু কন্যাশিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন কঠোর রক্ষণশীল। এই দ্বৈততা-জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও নারীর প্রতি সংরক্ষণবাদ, রোকেয়ার মনকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। পরবর্তীতে তিনি সমাজের এই বৈপরীত্যকেই প্রশ্ন করতে শিখেছিলেন। তাঁর বড় দুই ভাই ইব্রাহীম ও খলিলুর রহমান আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত হওয়া রোকেয়ার প্রতি তাঁদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। বোন করিমুন্নেসার সাহিত্যরুচিও তাঁর মনের গঠন ও বোধের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পর্দাবন্দি নারীর অভিজ্ঞতা, স্বাধীনচেতা ভাই-বোনের বহির্বিশ্ব জ্ঞান এবং ঘরোয়া শিক্ষার অনন্য মিশ্রণই রোকেয়াকে গড়ে তোলে দূরদর্শী সমাজচিন্তক হিসেবে। শৈশবে কলকাতার একজন ইউরোপী শিক্ষিকার কাছে কিছুদিন পড়ার সুযোগ পেলেও সামাজিক বিরাগের কারণে তা থেমে যায়। রোকেয়া তবু তিনি দমে যাননি। আত্মশিক্ষার কঠিন পথে হেঁটে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন জ্ঞানের দীপশিখা হিসেবে।রোকেয়ার সাহিত্যপথ শুরু হয় ১৯০২ সালে নবপ্রভা পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প পিপাসা দিয়ে। তাঁর লেখার ভিতর ছিল সমাজের ভূমিকম্প-সৃষ্টি করা সত্য; নারীজীবনের অবদমন, অবহেলা ও বঞ্চনা তিনি তুলে ধরেছিলেন নিঃসংকোচে।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত ইংরেজি গল্প তঝঁষঃধহধ'ং উৎবধসদ তাঁকে আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত করে তুলে। এখানে তিনি নারীশাসিত লেডিল্যান্ড-এর স্বপ্নরাজ্য রচনা করেন, যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শান্তি ও প্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে নারী অবস্থান করছে। আর পুরুষরা আবদ্ধ-এক প্রতীকী প্রতিবাদ, সামাজিক শিকল ছিন্ন করার এক চমৎকার কল্পসাহিত্যিক কৌশল। এই রচনা নারীবাদী ইউটোপিয়ান সাহিত্যের প্রথম দিককার অসামান্য উদাহরণ।১৮৯৮ সালে রোকেয়ার বিবাহ হয় ভাগলপুরের প্রগতিশীল ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তাঁর স্বামী ছিলেন চমৎকার একজন মানুষ এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। রোকেয়ার প্রতিভার প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা। স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া সাহিত্যচর্চার পূর্ণ সুযোগ লাভ করেন। তিনি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লেখকের রচনা পড়ে নিজের দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করেন, ইংরেজি ভাষার ওপরে দক্ষতা অর্জন করেন এবং সমাজের তুলনা বহুগুণ অগ্রসর মনোভাব গড়ে তোলেন। কিন্তু ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যু এবং এর আগেই দুই কন্যার অকালমৃত্যু তাঁকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে।রোকেয়া বিশ্বাস করতেন শিক্ষা হচ্ছে নারীসমাজের মুক্তির প্রথম চাবিকাঠি। তাই ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। পরে তিনি কলকাতা এসে ১৯১১ সালে স্কুলটি আবার নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি নিরলস পরিশ্রমে বিদ্যালটিকে প্রসারিত করেন। ১৯১৬ সালের স্কুলটির ছাত্রীসংখ্যা শতাধিক হয়, যা সে সময়কার রক্ষণশীল সমাজে এক বিপ্লবী ঘটনা।নারীর সামাজিক উনয়লনের স্বার্থে সাংগঠনিক কাজও তিনি গুরুত্ব সহকারে শুরু করেন। ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম', যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নারীদের শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও আত্ম ত্মরক্ষার মানসিকতা তৈরি করা।১৯২৬ সালে নারীশিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং ১৯৩০ সালে বঙ্গী মুসলিম সম্মেলনে বাংলা ভাষার পক্ষে দৃপ্ত অবস্থান নেওয়া তাঁর ব্যক্তিত্বের দুঃসাহসী দিককে প্রকাশ করে।রোকেয়ার নারীবাদ কোনো এক পাশ্চাত্য তত্ত্বের অনুকরণ নয়; ছিল তাঁর নিজের জীবন, অভিজ্ঞতা, সমাজযাত্রা ও বোধ থেকে উৎসারিত। তাঁর দৃষ্টি ছিল সমাজতাত্ত্বিক, যুক্তিনিষ্ঠ এবং মানবিক।

১. নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি

তিনি লিখেছেন তআমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়ে থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে?দ

নারীর অধিকারবঞ্চনার জন্য তিনি যেমন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে দোষারোপ করেন, তেমনই নারীর নিজের অচেতনতা, ভীরুতা ও অলসতাকেও দায়ী করেন।

২. স্বাধীনতা ও আর্থিক স্বনির্ভরতা

তিনি আরো বলেন তপুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। প্রয়োজনে আমরা লেডি কেরানি, লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার-সবই হইব।দ তিনি চেয়েছিলেন নারী যেন নিজের শ্রম, মেধা ও জ্ঞান দিয়ে অর্থ উপার্জন করে নিজের মর্যাদা রক্ষা করে।

৩. নারীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস

রোকেয়া বলেছিলেন-তসৃষ্টিকর্তা তাকেই সাহায্য করেন, যে নিজেকে নিজে সাহায্য করে।দ তিনি নারীদের শিখিয়েছিলেন-স্বপ্ন দেখতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, নিজের অধিকার আত্মস্থ করতে হবে।১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর নিজ জন্মদিনের সকালে 'নারীর অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখতে-লিখতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। কলম হাতে নিয়ে বিদায় নেওয়া যেন তাঁর সারা জীবনের সংগ্রামের প্রতীকচিহ্ন।পরবর্তীতে তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখতে' প্রতিষ্ঠিত হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোকেয়া হল, প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর উদ্যাপিত হয় 'বেগম রোকেয়া দিবস', প্রতিবছর প্রদান করা হয় বেগম রোকেয়া পদক, ডাক বিভাগ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এবং গুগল তাঁর জন্মদিনে ডুডল প্রদর্শন করে তাঁকে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মান জানায়।বেগম রোকেয়া ছিলেন এক অনন্য আলো, যে আলো অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে এসেছিল এবং অন্যদের আলোকিত করেছিল।

তাঁর রচনার জ্যোতি, সাহসী কণ্ঠস্বর, সংগঠনিক দক্ষতা ও নারীর মর্যাদার স্বপক্ষে দৃঢ অবস্থান তাঁকে বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।তিনি বুঝেছিলেন নারী যদি অগ্রসর না হয়, সমাজ এগোবে না, নারী যদি শিক্ষিত না হয়, মানবসভ্যতা জাগ্রত হবে না,

নারী যদি স্বনির্ভর না হয়, স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ হবে না।তাই তাঁর সংগ্রাম আজও আমাদের পথ দেখায়। তিনি ইতিহাসে নক্ষত্রের মতো দীপ্ত।সমাজে তিনি জাগরণের আলোকস্তম্ভ। আর নারীজীবনে তিনি অটল প্রেরণা অবিনশ্বর।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন অবিভক্ত বাংলা সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার পুরু দেয়ালে আচ্ছন্ন, নতুন আশার প্রতীক হয়ে তখনই এক নারী অন্ধকার ভেদ করে আবির্ভূত হন। তিনি হচ্ছেনবেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, যিনি নারীশিক্ষা, নারীঅধিকার, আত্মমুক্তি ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবী অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য, সমাজভাবনা ও সংগঠন, সবসময় প্রমাণ করে তিনি কেবল একজন লেখিকা নন, তিনি ছিলেন নবজাগরণের দিশারী, প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর এবং নারী-মানবিকতার মূর্ত প্রতীক।তাঁর জীবনযাপন, সংগ্রাম, আত্মশিক্ষা ও ত্যাগ নারীর অবস্থান সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে সমাজকে। তাই তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব, সমাজদৃষ্টি ও নারীবাদী চিন্তা আজও গবেষণার মূল আলোচ্য।১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জমিদার পরিবারে জন্ম বেগম রোকেয়ার । তাঁর পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হাদার সাবের ছিলেন বহু ভাষায় দক্ষ ও জ্ঞানানুরাগী। কিন্তু কন্যাশিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন কঠোর রক্ষণশীল। এই দ্বৈততা-জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও নারীর প্রতি সংরক্ষণবাদ, রোকেয়ার মনকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 25-08-2026 22:06 Page 3

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা নিয়ে সংঘাত দুই শিবিরকে আলাদা স্থান হাইকোর্টের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে মমতাপন্থী ও ঋতব্রতপন্থী শিবিরের মধ্যে সভাস্থান নিয়ে টানাপোড়েন গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে। ২৮ অগস্ট গান্ধী মূর্তির কাছে মেয়ো রোডে সভা করতে চেয়েছিলেন ঋতব্রতরা, কিন্তু কলকাতা পুলিশ সেখানে অনুমতি না দেওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ঋত শিবির।মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রথমে দুই পক্ষকে একসঙ্গে সভা করার প্রস্তাব দেন এবং ব্রিগেডে দশ হাজার জনের অনুমতি দেওয়ার কথা বলেন। তিনি মন্তব্য করেন, পনেরো বছর আগে কী ঘটেছিল তা এখন আর বিচার্য নয়, পরিস্থিতি বদলেছে। তবে কালীঘাটপন্থী শিবিরের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁরা একসঙ্গে অনুষ্ঠান করতে রাজি নন।এরপর বিচারপতি নির্দেশ দেন, মমতাপন্থী তৃণমূল ছাত্র পরিষদ একুশে জুলাইয়ের ধাঁচে ভিক্টোরিয়ার কাছে ক্যাথিড্রালে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবে। অন্যদিকে ঋতব্রতপন্থীরা একই দিনে রানি রাসমণিতে সভা করবেন, দেড় হাজার সমর্থক নিয়ে বেলা বারোটা থেকে। মেয়ো রোডে কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলেও স্পষ্ট করেন বিচারপতি। শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিত মিত্র মন্তব্য করেন, উভয় পক্ষই একই জায়গা দাবি করার প্রবণতা দেখাচ্ছে। এইভাবেই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সভাস্থান চূড়ান্ত করে হাইকোর্ট।

দুর্গাপুজোয় রীতিনীতি নিয়ে বামেদের নিশানা দিলীপের

নয়া জামানাঃ দুর্গাপুজোর সঙ্গে শাস্ত্র ও রীতিনীতির যোগ যতটা গভীর, ততটাই যুক্ত আনন্দ-উৎসবও। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর এবারের পুজো কিছুটা অন্যরকম হতে চলেছে বলে মনে করছেন শাস্ত্রজ্ঞদের একাংশ। সেই ইঙ্গিতই দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, প্রাক্তন বাম সরকারকে নিশানা করে।সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক করে দুর্গাপুজোর রূপরেখা স্থির হবে। এবছর অষ্টমীর অঞ্জলিতে কলকাতায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাই সনাতন রীতি মেনে পুজোয় জোর দিচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবার এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, আড়ম্বরে আপত্তি নেই, কিন্তু কমিউনিস্টরাই দুর্গা নাম বাদ দিয়ে পুজোকে শারদোৎসব বানিয়ে ফেলেছিল। তাঁর অভিযোগ, পুজো না মেনেও কমিটির নেতৃত্বে থাকার প্রবণতা ছিল বামেদের, আর থিম পুজোর আড়ালে হারিয়ে যেত পুজোর আসল উদ্দেশ্য।বিয়ের উদাহরণ টেনে দিলীপ বলেন, আড়ম্বরের পাশাপাশি পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণও জরুরি, তেমনই পুজোতেও পণ্ডিতদের বিধি মানা প্রয়োজন, নইলে তা নিছক হইহুল্লোড়ে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষও পুজোর সময় বামেদের বুকস্টল নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন।

ষোলো এফআইআরে স্বস্তি অভিষেকের বিদেশযাত্রায় আদালতের বাধা নেই

নয়া জামানাঃ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ষোলোটি এফআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি হল মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে। এই ষোলোটি মামলার কারণ দেখিয়ে অভিষেকের বিদেশ যাত্রার বিরোধিতা করেছিল রাজ্য। তবে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে বিদেশযাত্রার ছাড়পত্র দিয়েছে। মঙ্গলবারের শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বিদেশযাত্রায় কোনও বাধা দিচ্ছে না এই আদালত। একইসঙ্গে অভিষেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলারও নিষ্পত্তি করে আদালত।বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না, তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। পাশাপাশি, ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে অভিষেককে, এবং বিদেশ যাওয়ার আগে আদালতের অনুমতিও নিতে হবে বলে জানান তিনি। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিষেকের আইনজীবী জানান, শীর্ষ আদালত ইতিমধ্যেই বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছে। জবাবে বিচারপতি ফের বলেন, বিদেশ যেতে চাইলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে।শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী জানান, এই মামলাগুলি ছাড়াও অভিষেকের বিরুদ্ধে আরও একাধিক এফআইআর দায়ের হয়েছে। তখন বিচারপতি জানতে চান, তিনি এখনও বিদেশে গিয়েছেন কি না। অভিষেকের আইনজীবী জানান, চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট এখনও না পাওয়ায় যাওয়া হয়নি। এরপরই বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রায় কোনও বাধা দিচ্ছে না আদালত।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন মীরা ভট্টাচার্য

নয়া জামানাঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য মঙ্গলবার বিকেলে ছুটি পেলেন উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে। পেটে অসহ্য ব্যথা নিয়ে গত শুক্রবার তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল সেখানে। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে ছাড় দেন, সেইসঙ্গে সময়মতো খ াওয়াদাওয়ার
পরামর্শও দেন।হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বুদ্ধজায়া জানান, তিনি এখন ভালো আছেন।কয়েকদিন ধরে কাশি, শ্বাসকষ্ট ও পেটব্যথায় ভুগছিলেন সত্তরোর্ধ্ব মীরাদেবী।

বৃহস্পতিবার অবস্থার অবনতি হলে পরদিন শুক্রবার তাঁকে উডল্যান্ডসে ভর্তি করানো হয়। তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠিত হয় মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেডিক্যাল বোর্ড, যেখানে ছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সরোজ মণ্ডল, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এবং এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডাঃ সেমন্তী চক্রবর্তী। শনিবার তাঁর কয়েকটি মেডিক্যাল পরীক্ষাও হয়। ওইদিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন।হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসানো মীরাদেবী তিন বছর আগে ব্যাটারি বদলের জন্য একবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। হাসপাতালে থাকাকালীন তাঁর অসুস্থতা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোয় ক্ষুব্ধ হন ছেলে সুচেতন ভট্টাচার্য, যিনি অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন। বিজেপি সরকার আসার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারকে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসাও করেছিলেন মীরাদেবী।

যাদবপুরে বিতর্কিত গ্রাফিতি মুছতে তৎপর কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর সাফাই অভিযান

নয়া জামানাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিরোধী ও আপত্তিকর দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতি মুছে ফেলতে পদক্ষেপ করতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কলা বিভাগের ছাত্রদের হস্টেল চত্বরে এমন দেওয়াল লিখনের ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার পরই ক্যাম্পাসে সাফাই অভিযান চালানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ, যা আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে। যদিও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, বিষয়টি বিতর্কিত হওয়ায় এখনই মন্তব্য করতে চান না তিনি। এই চাপানউতোরের মাঝেই রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে যাদবপুরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যাদবপুরে কিষেনজি রেড স্যালুট চলবে না এবং সব প্রমাণ তাঁদের কাছে থাকায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, বেশ কয়েকজন ছাত্র আর্টস হস্টেলের কিছু ভিডিও সিএমওতে পাঠিয়েছেন, যা যাচাইয়ের জন্য উপাচার্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকের পরই নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের সেই আপত্তিকর দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতির ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সাফাই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে কর্তৃপক্ষ।মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট করা ভিডিওতে ক্যাম্পাসের দেওয়ালে ফ্রি প্যালেস্টাইন, নকশালবাড়ি-সহ একাধিক বিতর্কিত স্লোগান ও গ্রাফিতি দেখা যায়, যার মধ্যে ফ্যাসিস্টদের গুলি করার ইঙ্গিতবাহী বার্তাও ছিল।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 25-08-2026 22:06 Page 4

সম্পাদকীয়

২৫ আগষ্ট ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

গাছ বাড়ছে, বন হারাচ্ছে

‘গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন’-নামেই সবুজের স্বপ্ন।লক্ষ্য ছিল শুধু গাছ লাগানো নয়,দেশের বনভূমিকে পুনরুদ্ধার করা, জীববৈচিত্র ফিরিয়ে আনা, জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো এবং কার্বন শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। কিন্তু এক দশক পেরিয়ে সেই প্রকল্পের সাফল্য নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে নিয়ন্ত্রক ও মহালেখ া পরীক্ষক বা ‘ক্যাগ’-এর রিপোর্ট।

লক্ষ্য ছিল ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমির গুণমান উন্নত করা। বাস্তবে কাজ হয়েছে মাত্র ০.১১ মিলিয়ন হেক্টরে।বনভূমির পরিধি বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সাফল্য লক্ষ্যমাত্রার মাত্র প্রায় ৪ শতাংশ।অর্থাৎ প্রকল্পের কাগজে যতটা সবুজ,বাস্তবের মাটিতে তার ছিটেফোঁটাও নেই।আরও উদ্বেগের বিষয়,বন সংরক্ষণে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়ের যে পরিকল্পনা ছিল তা কার্যকর হয়নি।শিল্প সংস্থার অর্থে বনসৃজনের জন্য ব্যবহৃত ক্যাম্পা কিংবা গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের সঙ্গে ‘গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন’-এর সমন্বয় ঘটানোর কথা থাকলেও বাস্তবে তার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন দেখা যায়নি।২০০৮ সালে জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনার আটটি স্তম্ভের অন্যতম হিসেবে এই মিশন গড়ে উঠেছিল।ফলে এর ব্যর্থতা কোনও একটি প্রকল্পের প্রশাসনিক দুর্বলতা মাত্র নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের জলবায়ু নীতি এবং পরিবেশগত ভবিষ্যৎ।২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টন কার্বন শোষণের ভারতের প্রতিশ্রুতি পূরণেও বনভূমির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।কিন্তু আমাদের পরিবেশ-ভাবনায় এখনও যেন সংখ্যাই শেষ কথা। কত কোটি চারা লাগানো হল, কত জায়গায় বৃক্ষরোপণ উৎসব হল-সেই হিসাবেই সাফল্য মাপা হচ্ছে।অথচ একটি চারা কখনও একটি বনের সমান নয়।বন মানে শুধু গাছ নয়।বন মানে জল, মাটি, পোকামাকড়, পাখি, পশু, স্থানীয় উদ্ভিদ এবং তাদের পারস্পরিক নির্ভরতায় তৈরি একটি জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র। ২০২৩ সালের পরিসংখ্যানেও দেখা যাচ্ছে,দেশের সবুজ এলাকা বাড়লেও তার বড় অংশ নথিভুক্ত বনভূমির বাইরের গাছপালা।অর্থাৎ গাছ বাড়ছে কিন্তু সেই অনুপাতে বন তৈরি হচ্ছে না।এই জায়গাতেই বদল দরকার।বৃক্ষরোপণের প্রচার নয়,চাই বনরক্ষার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।স্থানীয় প্রজাতির গাছ ফিরিয়ে আনতে হবে।জলাধার ও মাটির পুনরুদ্ধার করতে হবে।অবৈধ খনন ও দখল বন্ধ করতে হবে। বনবাসী মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অর্থ ও কাজের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

সবুজের ছবি দিয়ে পরিবেশ রক্ষা হয় না।বনকে বাঁচাতে হলে বনকে বুঝতে হবে। গাছের সংখ্যা নয়, সুস্থ বাস্তুতন্ত্রই হোক পরিবেশনীতির আসল মাপকাঠি। নইলে একদিন দেখা যাবে দেশে গাছ আছে, সবুজের হিসাবও আছে শুধু বনটাই নেই।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

কম্পিউটারেই তৈরি হচ্ছে আগামীর ওষুধ

ড. মোহাঃ আতাউল ইসলাম
ডিরেক্টর, হেড অফ সায়েন্স
সিলিকোসায়েন্সিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, বেঙ্গালুরু

শরীর একটু খারাপ হলেই আমরা পাড়ার ওষুধের দোকানে গিয়ে একটি ছোট্ট কাগজ এগিয়ে দিই, আর বিনিময়ে হাতে চলে আসে ওষুধের পাতা। কয়েকদিন সেই ওষুধ খেয়ে আমরা আবার সুস্থ হয়ে উঠি, তারপর ব্যাপারটা ভুলেও যাই। এত সহজে হাতে পাওয়া এই ছোট্ট বড়িটির পিছনে যে কত মানুষের বছরের পর বছরের পরিশ্রম, কত অর্থ আর কত ব্যর্থতা লুকিয়ে আছে, তা আমরা কমই ভেবে দেখি। একটিমাত্র ওষুধ আবিষ্কারের পিছনে যে অক্লান্ত সাধনা থাকে, সেই গল্পটি জানলে হয়তো আমরা প্রতিটি বড়ির প্রতি আরও একটু কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব। তাই আজ একটু সেই অজানা পরিশ্রমের কথা, আর সেই পরিশ্রমকে সহজ করে তোলা এক নতুন প্রযুক্তির কথা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

প্রথমে বোঝা যাক, ওষুধ আসলে কী। আমাদের শরীর অসংখ্য ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ দিয়ে গড়া, যাদের বেশিরভাগই আসলে নানা ধরনের প্রোটিন। কোনও কারণে যখন এই যন্ত্রাংশগুলির একটি ঠিকমতো কাজ করে না, তখনই শরীরে রোগ দেখা দেয়। ওষুধ হল খুব ছোট একটি রাসায়নিক পদার্থ, যা শরীরে ঢুকে ঠিক সেই বিগড়ে যাওয়া অংশটিকে খুঁজে নিয়ে তাকে সারিয়ে তোলে কিংবা তার ভুল কাজ আটকে দেয়। বিষয়টা অনেকটা তালা আর চাবির মতো। প্রতিটি রোগের জন্য শরীরে যেন একটি নির্দিষ্ট তালা থাকে, আর সেই তালার সঙ্গে হুবহু মানানসই একটি চাবি তৈরি করাই হল ওষুধ আবিষ্কারের আসল কাজ। এই নিখুঁত চাবিটি খুঁজে বের করা মোটেই সহজ কথা নয়।

এই একটি নিখুঁত চাবির খোঁজে বিজ্ঞানীদের হাজার হাজার, এমনকি লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই কোনও কাজে আসে না, কোনওটি শরীরে ঠিকমতো কাজ করে না, আবার কোনওটি হয়তো উপকারের বদলে ক্ষতি করে বসে। হাজার হাজার যৌগ যাচাই করার পর হয়তো একটিমাত্র চাবি সত্যিকারের রোগীর কাছে পৌঁছনোর যোগ্য হয়। এরপরও রয়েছে দীর্ঘ পরীক্ষার পথ। প্রথমে গবেষণাগারে, তারপর প্রাণীদেহে এবং শেষে ধাপে ধাপে মানুষের শরীরে অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করে দেখতে হয় ওষুধটি সত্যিই নিরাপদ ও কার্যকর কি না। প্রতিটি ধাপেই বেশিরভাগ সম্ভাবনা ঝরে পড়ে। এমনকি মানুষের ওপর পরীক্ষা শুরু করা প্রতি দশটি ওষুধের মধ্যে প্রায় নয়টিই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

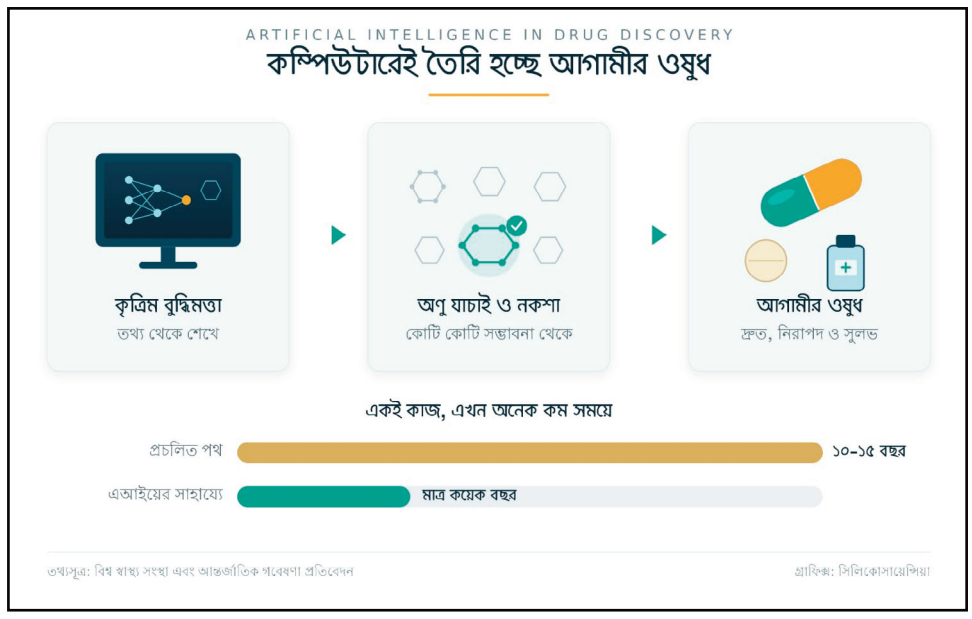

এই গোটা পথ পেরোতে কত সময় আর কত অর্থ লাগে, তা শুনলে সত্যিই অবাক হতে হয়। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, একটিমাত্র নতুন ওষুধ ভাবনা থেকে শুরু করে দোকানের তাক পর্যন্ত পৌঁছতে সাধারণত দশ থেকে পনেরো বছর সময় লেগে যায়। আর এর পিছনে খরচ হয় গড়ে প্রায় দুই থেকে আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা কুড়ি হাজার কোটি টাকারও বেশি। এত বিপুল খরচের একটা বড় কারণ হল, যে অসংখ্য ওষুধ মাঝপথে ব্যর্থ হয়, তাদের খরচও শেষ পর্যন্ত ওই একটিমাত্র সফল ওষুধের ঘাড়েই এসে পড়ে। এই দীর্ঘ সময় আর বিরাট খরচের কারণেই বহু ওষুধের দাম এত বেশি হয়, আর এই কারণেই অনেক রোগের আজও কোনও কার্যকর ওষুধ তৈরি হয়ে ওঠেনি।এই দেরি আর ব্যর্থতার মূল্য কিন্তু নীরবে চুকিয়ে যান সাধারণ মানুষই। আজও পৃথিবীতে বহু রোগ রয়েছে, যাদের কোনও সত্যিকারের ওষুধ নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রায় দুইশো কোটি মানুষ আজও প্রয়োজনীয় ওষুধের নাগাল পান না, অর্থাৎ প্রতি চারজনের একজনেরও বেশি মানুষ আধুনিক চিকিৎসার সুফল থেকে বঞ্চিত। অনেক বিরল রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কম বলে ওষুধ তৈরির বিপুল খরচ তোলা যায় না, ফলে সেইসব রোগের কোনও চিকিৎসাই আবিষ্কৃত হয় না। আবার আমরা আগেই জেনেছি, বহু পুরনো অ্যান্টিবায়োটিক ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়ছে, অথচ তার জায়গায় নতুন ওষুধ তৈরি হচ্ছে খুবই ধীরে। এই প্রতিটি সংখ্যার পিছনে রয়েছে অসংখ্য পরিবার, যারা এমন একটি ওষুধের অপেক্ষায় দিন গোনে, যা হয়তো এখনও তৈরিই হয়নি।ঠিক এইখানেই আশার আলো নিয়ে এসেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোনও জাদু নয়, এটি আসলে এমন এক সফটওয়্যার, যাকে বিপুল পরিমাণ তথ্য দেখিয়ে শেখানো হয়, আর সেই তথ্যের ভেতর থেকে সে লুকিয়ে থাকা নিয়ম আর ইঙ্গিত খুঁজে বের করে ভবিষ্যতের অনুমান করতে পারে। যেভাবে এই যন্ত্র মানুষের মুখ চিনতে পারে কিংবা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদ করে দিতে পারে, ঠিক তেমনই সে এখন অণু আর জীবদেহের ভাষাও শিখে নিতে শুরু করেছে। আর এই ক্ষমতাই ওষুধ আবিষ্কারের জগতে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে।এখন বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে হাত দেওয়ার অনেক আগেই কম্পিউটারের ভেতরেই একটি সম্ভাব্য ওষুধকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আর সেই কারণেই বলা হচ্ছে আগামীর ওষুধ তৈরি হচ্ছে কম্পিউটারেই। যে কাজে আগে বছরের পর বছর লেগে যেত, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন কয়েক দিনেই কোটি কোটি সম্ভাব্য অণু যাচাই করে বলে দিতে পারে কোনটি রোগের নির্দিষ্ট তালায় ঠিকমতো মানাবে। শুধু তাই নয়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একেবারে নতুন অণুর নকশাও তৈরি করতে পারে, যা আগে কখনও এই পৃথিবীতে ছিল না। আবার কোন ওষুধ শরীরে ক্ষতি করতে পারে, সেটিও সে আগেভাগে আঁচ করে বিজ্ঞানীদের সতর্ক করে দেয়, ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যর্থতা অনেকটাই কমে যায়। কয়েক বছর আগে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম প্রায় সমস্ত পরিচিত প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন অনুমান করে পঞ্চাশ বছরের এক কঠিন ধাঁধার সমাধান করেছে, আর সেই অসামান্য কাজের জন্য ২০২৪ সালে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পাওয়া গেছে, আবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নকশা করা ওষুধ ইতিমধ্যে মানুষের ওপর পরীক্ষার ধাপেও পৌঁছে গেছে।

এর ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী। যে কাজে আগে দশ থেকে পনেরো বছর লাগত, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে তা হয়তো কয়েক বছরে নেমে আসবে, আর খরচও অনেকটাই কমবে। এর অর্থ, বহু রোগ, যাদের চিকিৎসা এতদিন প্রায় অসম্ভব বলে মনে হত, ভবিষ্যতে হয়তো তাদেরও ওষুধ তৈরি হবে। যে বিরল রোগগুলিকে এতদিন খ রচের ভয়ে কেউ ছুঁয়ে দেখেনি, সেগুলির জন্যও নতুন আশা জাগবে। আর অকেজো হয়ে পড়া অ্যান্টিবায়োটিকের জায়গায় আসবে নতুন কার্যকর ওষুধ। সবচেয়ে বড় কথা, ওষুধ তৈরির খরচ আর সময় কমে এলে সেই ওষুধ কেবল ধনী মানুষের নাগালে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং দরিদ্র আর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছেও অনেক সহজে পৌঁছে যাবে।তবে শেষে একটি কথা অত্যন্ত বিনীতভাবে মনে রাখা দরকার। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কখনোই বিজ্ঞানী, চিকিৎসক কিংবা মানুষের ওপর সাবধানী পরীক্ষার জায়গা নিতে পারবে না। কোনও ওষুধ সত্যিই নিরাপদ কি না, তার চূড়ান্ত প্রমাণ আজও দিতে হয় প্রকৃত রোগীর শরীরে, মানুষের যত্ন আর দায়িত্বের মধ্য দিয়েই। এআই কেবল এই দীর্ঘ ও কঠিন পথে বিজ্ঞানীদের এক শক্তিশালী নতুন সঙ্গী হয়ে উঠেছে, যে তাঁদের কাজকে আরও দ্রুত, আরও নিখুঁত আর অনেক কম খ রচের করে তুলছে। রোগের বিরুদ্ধে মানুষের এই চিরন্তন লড়াইয়ে সেই দিন হয়তো আর খুব দূরে নেই, যেদিন এক জীবনভর খুঁজেও যে ওষুধ মিলত না, তা মিলে যাবে অনেক অল্প সময়ে। আর সেই আশার আলো কোনও বিশেষ দেশ কিংবা বিশেষ কিছু মানুষের জন্য নয়, তা গোটা মানবজাতির জন্যই। এইটুকু আশা বুকে নিয়েই আমরা আগামীর এক সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে পারি।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 25-08-2026 22:06 Page 5

সবজি বাজারে প্রশাসনের কড়া নজরদারি, সুরাহার আশায় ইসলামপুরবাসী

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ দিন দিন আকাশছোঁয়া হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির দাম। ঊর্ধ্বমুখী বাজারের জাঁতাকলে পড়ে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ক্রেতাদের। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ইসলামপুর বাজারে গিয়ে সরাসরি অভিযান চালান প্রশাসনের আধিকারিকরা।এদিন পুলিশ আধিকারিক এবং মহকুমা শাসক দপ্তরের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে বাজার ঘুরে দেখেন। তাঁরা বিভিন্ন দোকানে সবজির খুচরো দর, বিক্রি পরিস্থিতি এবং মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। প্রশাসনের দাবি, সাধারণ মানুষের স্বার্থে বাজারে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি রোখা এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।তবে প্রশাসনের এই নজরদারি নিয়ে খুচরো ব্যবসায়ীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

তাঁদের বক্তব্য, শুধু খুচরো বাজারে চাপ সৃষ্টি করে দাম কমানো সম্ভব নয়। আড়ত এবং পাইকারি বাজারেই যদি অতিরিক্ত দামে সবজি কিনতে হয়, তবে খুচরো বিক্রেতাদের পক্ষে কম দামে বিক্রি করা অসম্ভব। তাই পাইকারি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর কঠোর নজরদারির দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।অন্যদিকে ক্রেতাদের অভিযোগ, আকাশছোঁয়া দাম হলেও পেটের তাগিদে বাধ্য হয়েই কেনাকাটা করতে হচ্ছে, যা তাঁদের দৈনিক বাজেটে বড় ধাক্কা দিচ্ছে।দ্রুত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে না আনলে অসৎ ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামতো দাম হাঁকাবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এখন প্রশাসনের এই পদক্ষেপের পর আগামী দিনে সবজির দর কতটা স্বাভাবিক হয়, সেদিকেই তাকিয়ে ইসলামপুরের বাসিন্দারা।

অগ্নি-সুরক্ষা অডিটে চরম গাফিলতি

বর্ধমানের ৩০টি নার্সিংহোমকে শো-কজের কড়া নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ কলকাতা ও রামপুরহাটের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন।

সেই আবহেই বর্ধমান শহরের অগ্নি-নির্বাপণ পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে মাঠে নেমেছে দমকল বিভাগ।

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে 'ফায়ার অডিট' রিপোর্ট জমা না দেওয়া এবং নিরাপত্তাজনিত চরম গাফিলতির অভিযোগে বর্ধমানের ৩০টি বেসরকারি নার্সিংহোমের মালিককে কারণ দর্শানোর (শো-কজ) নোটিশ পাঠাল দমকল দফতর। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের সরাসরি নির্দেশে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন ও দমকল বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।বিগত কয়েক বছরে বর্ধমান শহর ও তার আশপাশে অসংখ্য নার্সিংহোম গড়ে উঠেছে।

পূর্বে শুধুমাত্র খোসবাগান এলাকায় এগুলি সীমাবদ্ধ থাকলেও, বর্তমানে কলেজমোড় থেকে নবাবহাট পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বহু বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে।

অভিযোগ, এর মধ্যে সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানেই সঠিক অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জয়রাম হেমব্রম জানান, পরিদর্শন চলাকালীন বহু জায়গায় বেহাল বৈদ্যুতিক সংযোগ, ফায়ার অ্যালার্ম না থাকা, জরুরি চলাচলের পথ অবরুদ্ধ থাকা এবং বিপজ্জনকভাবে দাহ্য পদার্থ ফেলে রাখার মতো গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়েছে।সোমবার ফায়ার অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার শেষ দিন থাকলেও তা না মানায় প্রশাসনের এই কড়া ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের স্পষ্ট বার্তা, রোগীদের সুরক্ষার সাথে কোনো সমঝোতা করা হবে না এবং এই ধরণের পরিদর্শন অভিযান জেলাজুড়ে ধারাবাহিকভাবে চলবে।

অন্যদিকে,

বেসরকারি হাসপাতালগুলির পাশাপাশি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার কাজও প্রশাসনিক স্তরে জোরকদমে শুরু হয়েছে।

বুনিয়াদপুরে ৩৬০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্নকে সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান

দিলীপকুমার তালুকদার, নয়া জামানা, বুনিয়াদপুর ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় বায়ুশ্রী যোজনার (আরভিওয়াই) ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর পুরানো বাসস্ট্যান্ডে প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এক বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নাম নথিভুক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এদিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত আয়োজিত এই শিবিরে শতাধিক মানুষের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক হৃদয়ানন্দ সাঁই সহ অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি শিবিরের চিকিৎসকদের সহযোগিতা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় একাধিক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক।অনুষ্ঠান শেষে শিবিরে আগত ৩৬০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়ক উপাদান তুলে দেওয়া হয়। বিতরণকৃত সামগ্রীর মধ্যে ছিল শ্রবণ যন্ত্র, হুইল চেয়ার, গলা ও কোমরের বিশেষ বেল্ট, ওয়াকার, ওয়াকিং স্টিক, কোমড এবং নরম বিশেষ বিছানা। ড. সুকান্ত মজুমদারের এই সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের ফলে বুনিয়াদপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রবীণ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

কাজের টোপ দিয়ে নেপালে নাবালিকা পাচারচেষ্টা, খড়িবাড়ি পুলিশের জালে মূলচক্রী মইউদ্দিন

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে নেপালে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে শেষ পর্যন্ত এই চক্রের মূলচক্রী মহম্মদ মইউদ্দিনকে গ্রেফতার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। গত ৮ আগস্ট গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং এনজেপির বাসিন্দা রবিউল নামে এক যুবককে আটক করে। পরবর্তীতে রবিউলকে টানা আট দিন পুলিশি হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর শিলিগুড়ি থেকে করণ নামে আরও এক অভিযুক্তের হদিস মেলে।করণকে হেফাজতে

নিয়ে লাগাতার জেরার পরেই সামনে আসে মূল মাস্টারমাইন্ড মহম্মদ মইউদ্দিনের নাম। এরপরেই খড়িবাড়ি জোনের ইন্সপেক্টর নূর আলম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে শিলিগুড়িতে অভিযান চালিয়ে মইউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পাচারের নেপথ্যে আর কোন কোন বড় চক্র সক্রিয় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ তদন্ত জারি রেখেছে।

ফালাকাটায় ফুটপাত দখলমুক্ত করতে পুলিশের মাইকিং

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটপাত ও সার্ভিস রোড ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাওয়ায় সাধারণ পথচারীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। দোকানের সামগ্রী ও অস্থায়ী কাঠামোর কারণে পথচারীদের বাধ্য হয়ে মূল রাস্তায় নামতে হচ্ছে, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং যানজট উভয়ই বাড়িয়ে দিচ্ছে।এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে শহরজুড়ে প্রচার চালানো হয়। মাইকিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের অবিলম্বে ফুটপাত ও সার্ভিস রোডের দখল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 25-08-2026 22:06 Page 6

মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের জঙ্গিপুর সফর

রাজু শেখ, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে সরজমিনে পর্যালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম ও পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁদের নানা বাস্তব সমস্যা ও দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখেন। এর আগেও মুর্শিদাবাদের সুতি ও নিমতিতা অঞ্চলে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি, কাঁচামাল বণ্টন ও কাজের পরিবেশ নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলেন তিনি। এদিনের পরিদর্শনে মূলত বিড়ি শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক পরিষেবার মান উন্নত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যাঙ্ক সুনিশ্চিত করতে স্থানীয় তারাপুর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বর্তমান পরিকাঠামো ও চিকিৎসা পরিষেবা পর্যবেক্ষণ করেন মন্ত্রী। স্থানীয় বিড়ি ও সাধারণ শ্রমিকরা যাতে সহজেই সরকারি সুবিধা পান, তার জন্য জঙ্গিপুরে একটি পিএফ অফিস বা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক পরিষেবা দপ্তর চালু করা যায় কি না, সে বিষয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম না করেই শ্রমিকরা স্থানীয়ভাবে পরিষেবা পাবেন। স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক আলোচনার পাশাপাশি এলাকার জুট মিলের পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার দিকেও নজর দেওয়া হয়। রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন জুট মিল পুনরায় সচল করতে শ্রমমন্ত্রীর পূর্ব উদ্যোগের নজির রয়েছে, যা স্থানীয়দের আশাবাদী করে তুলছে। সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের চিকিৎসা, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান ও শিল্পোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্জুন সিংয়ের এই পদক্ষেপ জঙ্গিপুরের শ্রমিক সমাজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ইন্দপুরে পুলিশ ও আবগারি দফতরের যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত ৩০ লিটার চোলাই মদ

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকে অবৈধ চোলাই মদের কারবার রুখতে বড়সড় যৌথ অভিযান চালাল স্থানীয় পুলিশ ও আবগারি দফতর। রবিবার ইন্দপুরের পলাশিডাঙা, মড়লু এবং আলিঝাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ৩০ লিটার চোলাই মদ, ৪২০ লিটার গাঁজানো মিশ্রণ (ওয়াশ), ২২০ কেজি চিটাগুড়, ৫ কেজি ইস্ট এবং মদ তৈরির হাড়ি ও পাতন যন্ত্র সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে বিনষ্ট করা হয়েছে।এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলগুলিতে অবৈধ চোলাইয়ের কারবার চলায় কম দামে মদ কিনে নেশগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষ। এর ফলে পরিবারগুলিতে চরম আর্থিক অনটন, অশান্তি ও মারামারির মতো সামাজিক সমস্যা বাড়ছিল।অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া আবগারি দফতরের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর শুভ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দপুর থানার ওসি শ্রীমন্ত চক্রবর্তী। আবগারি দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এলাকাকে চোলাইমুক্ত করতে আগামী দিনেও এই ধরনের কঠোর ও লাগাতার অভিযান জারি থাকবে।

অ্যাম্বুলেন্স চালক থেকে সোজা ইসরো-তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদীয়া ঃ অভাবের রাত কেটে আজ মহাকাশে ডানা মেলার ভোর! ; শত প্রতিকূলতা আর দারিদ্র্যের শিকল ভেঙে দেশের গর্ব মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-তে ডাক পেলেন নদীয়ার এক অ্যাম্বুলেন্স চালক। নদীয়া জেলার গাংনাপুরের অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের সন্তান দেবজিৎ ভদ্র আজ অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ন স্পেস সেন্টারে টেকনিশিয়ান 'বি' পদে নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন তিনি। শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে টানা ১২ ঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স চালকের কঠিন ডিউটি সামলে, ডিউটি রুমের ফাঁকা সময়ে বইয়ে মুখ গুঁজে আর রাতে বাড়ি ফিরে পড়াশোনা করে এই ঐতিহাসিক সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন দেবজিৎ। পরপর পাঁচ-ছ'বার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েও যিনি হাল ছাড়েননি, চন্দ্রযান অভিযানের স্বপ্নকে বুকে নিয়ে সেই দেবজিৎ আজ সগৌরবে পাড়ি দিচ্ছেন ইসরোতে! তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্যে আজ গর্বে বুক ভরে উঠেছে গোটা নদীয়া জেলার!

জনসংযোগ বাড়াতে ও অপরাধ রুখতে বারোবিশায় সচেতনতা শিবির পুলিশের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ দমনে বিশেষ সচেতনতা শিবির পালন করল বারোবিশা পুলিশ ফাঁড়ি। মঙ্গলবার দুপুরে কুমারগ্রাম ব্লকের বারোবিশা লস্করপাড়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জেলা পুলিশের নির্দেশনায় কুমারগ্রাম থানার অধীনে ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন স্কুল ও জনবহুল এলাকায় এই ধরনের প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।এদিনের আলোচনায় মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়; বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনি পদক্ষেপ, মাদকের ভয়াবহ থাবা থেকে যুবসমাজকে মুক্ত রাখা এবং ডিজিটাল প্রতারণা এড়াতে সাইবার নিরাপত্তার কৌশল।পুলিশ প্রশাসনের মতে, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ করা এবং আমজনতার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই এই শিবিরের মূল লক্ষ্য। সাধারণ মানুষকে সচেতন রাখতে আগামী দিনেও ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে এমন জনসংযোগ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার ২ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় পুলিশ তাঁদের ধরে। ধৃতদের নাম মহম্মদ রফিক ও মহম্মদ জুবির, উভয়েরই বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে।পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে তাঁরা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর দেশের বিভিন্ন এলাকা পার হয়ে তাঁরা খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে এসে পৌঁছান। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশের অপরাধে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।পুলিশ জানিয়েছে, যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ করে মঙ্গলবার ধৃতদের বিধাননগরের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হবে এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ হিসেবে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত (ডিপোর্ট) পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। এই বেআইনি অনুপ্রবেশের ঘটনায় অন্য কেউ বা কোনো চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 25-08-2026 22:06 Page 7

অরুণাচলে লালফৌজের আগ্রাসন !

বেজিংয়ে চিনা ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক ডোভালের

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ সীমান্ত বিবাদ ও এলএসি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে চিন সফরে গিয়ে মঙ্গলবার সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সূত্রের খবর, বৈঠকে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বিদেশমন্ত্রকের তরফে এই বৈঠককে গঠনমূলক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।এদিনই বেজিংয়ে ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ২৫তম দফার বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা ডোভালের। ২০০৩ সালে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দুই দেশ স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ব্যবস্থা চালু করেছিল। ভারতীয় দূতাবাসের তরফে সমাজমাধ্যমে জানানো হয়েছে, ২৫ আগস্ট ডোভাল-সহ ভারতীয় বিশেষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে চিনা ভাইস প্রেসিডেন্টের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।ডোভালের এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে। অরুণাচল প্রদেশের কয়েকটি এলাকায় চিনা আগ্রাসনের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি চলতি মাসে এলএসি সংলগ্ন চিন অধিকৃত তিব্বতের ২৭টি এলাকার নাম পরিবর্তন করেছে নয়াদিল্লি। সরকারের দাবি, অরুণাচল সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ওই নামকরণ করা হয়েছে।এদিকে আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও কূটনৈতিক মহলের আশা, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সেখানে যোগ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনাও রয়েছে।

নতুনদের সুযোগ দেওয়া উচিত

মন্ত্রিসভায় রদবদলের জল্পনার মাঝেই মন্তব্য গড়কড়ির

নয়া জামানা ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের জল্পনার মধ্যেই বড় মন্তব্য করলেন নীতিন গড়কড়ি। নাগপুরের এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, আগের মতো কাজের গতি এখন আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তাই তরুণ প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সময় হয়েছে। তাঁর কথায়, কাজের পরিধি ও গতি কিছুটা কমেছে এবং নতুন প্রজন্মকে কাজ এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত, পুরনো প্রজন্ম শুধু পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।গত ৩০ বছর ধরে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে বহু উত্থান-পতন ও সম্মান অর্জনের কথা উল্লেখ করে তিনি নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গও তোলেন। তবে ভবিষ্যতের উন্নয়ন নিয়েও আশাবাদী গড়কড়ি জানান, মহারাষ্ট্রের কোনও আদিবাসী গ্রাম যেন বিদ্যুৎহীন না থাকে এবং রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়ন পৌঁছয়, সেটাই লক্ষ্য।গত সপ্তাহে বিজেপির নতুন জাতীয় কমিটি ঘোষণার পরই এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৫ সালের পর সবচেয়ে বড় এই রদবদলে ৬৫৮ সদস্যের কমিটিতে অর্ধেকের বেশি নতুন মুখ স্থান পাওয়ায় প্রজন্ম পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। এরপরই মোদীর মন্ত্রিসভাতেও রদবদলের গুঞ্জন জোরালো হয়েছে।

এসআইআর মামলায় সুপ্রিম ধাক্কা, আবেদনের নিষ্পত্তির গতি নিয়ে কমিশনকে তলব

নয়া জামানা ঃ বাংলার এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি. মোহনের বিশেষ বেঞ্চে শুনানি হয়। ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা, নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা এবং মামলার প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ হয়েছে কিনা, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। নাম অন্তর্ভুক্তির ৭ লক্ষ ও বাদ দেওয়ার ৩১ লক্ষ আবেদনের অগ্রগতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু জানান, অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে বৈঠক করে সোমবারের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আদালত ফের স্পষ্ট করে, তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নাগরিকত্ব হারানো নয়।বিচারপতি বাগচী বলেন, তাঁরা এখন নির্বাচনী মার্জিন নয়, দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি নিয়ে চিন্তিত। কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর আরটিআই অনুযায়ী, ৩৮ লক্ষ আবেদনের মধ্যে মাত্র ৮২ হাজারের নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রধান বিচারপতি কমিশনকে হলফনামা দিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পাটনায় ছাত্র বিক্ষোভে জলকামান-লাঠিচার্জ !

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে মিছিল এগোতেই সংঘর্ষ

নয়া জামানা ঃ বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা বাতিল, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে মঙ্গলবার ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পাটনা। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থী গান্ধী ময়দান থেকে বিশাল মিছিল শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর বাসভবনের দিকে এগোতে থাকেন। মিছিল যত এগোয়, পরিস্থিতি ততই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে।আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, ৭০তম বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিল করতে হবে এবং বাকি পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষাগুলি এক দফায় স্বচ্ছভাবে আয়োজন করতে হবে। উল্লেখ্য, গর্দানীবাগে ইতিমধ্যেই একদল পড়ুয়া অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন, আর সেই আন্দোলনকে জোরদার করতেই এদিনের মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল।প্রশাসনের বসানো ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে বিক্ষোভকারীদের। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ও লাঠিচার্জের আশ্রয় নেয় পুলিশ, চলে ধরপাকড়ও। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি নামানো হয় সিআরপিএফ-কেও। তা সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীদের একাংশ দাবিতে অনড় থেকে রাস্তা ছাড়তে অস্বীকার করেন।এদিনের মিছিলে চাকরিপ্রার্থীদের পাশাপাশি যোগ দেন জমি সংক্রান্ত দাবিতে সরব কৃষক সংগঠনের সদস্যরাও, কালো পতাকা হাতে। ছাত্রনেতাদের অভিযোগ, সরকার সরাসরি আলোচনার বদলে জুনিয়র আধিকারিকদের দিয়ে বিষয়টি সামাল দিতে চাইছে, অথচ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি বৈঠক চান।উত্তেজনার মধ্যেই রাজ্য সরকার অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নতুন অনলাইন পোর্টাল, মাসের চতুর্থ মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সহায়তা শিবির এবং ৩০ দিনে সমাধানের প্রতিশ্রুতি সহ টোল-ফ্রি নম্বর ১১০০ চালুর ঘোষণা করেছে। তবে এই উদ্যোগে সন্তুষ্ট নন আন্দোলনকারীরা, মূল দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

ইরানকে কড়া হুঁশিয়ারি আমেরিকার

পাল্টা হুঙ্কার তেহরানের

নয়া জামানা ঃ ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া দেশগুলিকে ডলার-নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসেন্ট। তবে এখনই কঠোর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়নি, দেশগুলিকে কিছুটা সময় দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।আমেরিকার হুঁশিয়ারির পাল্টা জবাব দিয়েছে তেহরান। ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আমেরিকার আস্ফালন কেউ বিশ্বাস করে না এবং সম্পর্ক সীমিত করার মতো অর্থনৈতিক জায়গায় নেই ওয়াশিংটন। ইরানের অর্থমন্ত্রী আলি মাদানিজাদেহ আরও কড়া ভাষায় জানান, নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় তেহরান সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক পথেও হাঁটবে ইরান। তাঁর দাবি, চিন-রাশিয়া কেউই আমেরিকার এই পদক্ষেপ মেনে নেয়নি।গত ছয় মাস ধরে চলা এই সংঘাতে ইরানের সামরিক শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, হরমুজ প্রণালীতে হামলার মতো ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন সক্ষমতা এখনও রয়েছে তেহরানের হাতে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করাই আমেরিকা-ইজরায়েলের মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 25-08-2026 22:06 Page 8

হ্যান্ড অফ গড'-এর বল নিলামে প্রত্যাশার অর্ধেকেরও কম দাম

নয়া জামানাঃ চার দশক আগের মহাবিতর্কিত সেই ম্যাচের বল অবশেষে নিলামে উঠল। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মারাদোনার হ্যান্ড অফ গড ও শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোল; দুটি ঐতিহাসিক গোলের সেই বল বিক্রি করল টেক্সাসের নিলাম প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ অকশনস। ১ কোটি ডলার দাম ওঠার প্রত্যাশা থাকলেও, বিক্রি হয়েছে অর্ধেকেরও কম দামে;৩৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ডলারে, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।অ্যাডিডাস আজতেকা মডেলের এই বলটি ছিল তিউনিসিয়ান রেফারি আলি বিন নাসেরের কাছে। ২০২২ সালে প্রথমবার নিলামে তুলে ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার ডলারে বিক্রি করেছিলেন তিনি। পরের বছর ফের নিলামে তুললেও দাম কম ওঠায় বিক্রি হয়নি। বিশ্বকাপের পর এবার নতুন করে নিলামে তোলা হয় বলটি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে মারাদোনার সেই ম্যাচের জার্সি বিক্রি হয়েছিল প্রায় ৯০ কোটি টাকায়।সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ৫১ মিনিটে গোলকিপার পিটার শিলটনকে বোকা বানিয়ে হাত দিয়ে গোল করেন মারাদোনা, যা রেফারি ধরতে পারেননি। এর চার মিনিট পরই একাই ছয় ইংরেজ ফুটবলারকে কাটিয়ে করেন কালজয়ী সেই গোল।

ডাব্লিউটিসি ফাইনালের দৌড়ে কঠিন লড়াই, সতর্কবার্তা দ্রাবিড়ের

নয়া জামানা ঃ তাঁর কোচিংয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলেছিল ভারত। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড় বিদায় নেওয়ার পর ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি শুভমান গিলরা। সেই ব্যর্থতা এবার কাটবে কি না, তা নিয়েই মুখ খুললেন প্রাক্তন হেডস্যর। বর্তমানে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলছে ভারত, আর দ্রাবিড়ের মতে, দলের সামনের কাজটা মোটেই সহজ নয়।পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১০ ম্যাচে আটটি জয় নিয়ে। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা, চার ম্যাচে তিন জয়। ভারত রয়েছে পঞ্চম স্থানে। গলে প্রথম টেস্ট জিতে ভারতের ঝুলিতে এখন ৫৩.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট। দ্বিতীয় টেস্ট জিততে পারলে চতুর্থ স্থানে উঠে আসবে তারা, আর পয়েন্ট শতাংশ দাঁড়াবে ৫৭.৫৮।দ্রাবিড় বলেন, ভারত অবশ্যই অন্যদের থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।তবে আশা ছাড়তে নারাজ তিনি। তাঁর কথায়, ভারতীয় দলের যা মান, তাতে এখনই ওদের ছিটকে যাওয়া বলা যায় না। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দারুণ শুরু করেছে ওরা, আশা করি এই ফর্ম ধরে রাখবে এবং শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠতে পারে।দ্বিতীয় টেস্টের পর ভারতের হাতে থাকবে আরও আটটি টেস্ট। এর মধ্যে সাত বা আট জয় পেলে ফাইনাল নিশ্চিত। ছয়টি জয় হলে পয়েন্ট শতাংশ হবে ৬১.১১, আর ছয় জয় ও দুই ড্র হলে ৬৪.৮১ শতাংশ। আগের দুবার ৬০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়েও ফাইনালে ওঠা গিয়েছিল। তবে চ্যালেঞ্জ হল নিউজিল্যান্ড সফর, যেখানে ২০০৯ সালের পর কোনও টেস্ট জেতেনি ভারত। দুটির বেশি টেস্ট হারলেই বিপদে পড়বেন শুভমানরা।

উত্তরপ্রদেশে তিন রঞ্জি দলের দাবিতে জেন-জি ক্রিকেটারদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা ঃ প্রশ্ন ফাঁসের দাবিতে গোটা দেশ জুড়ে জেন-জি ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার উত্তরপ্রদেশে নতুন আন্দোলনের সাক্ষী থাকল দেশ। এবার পথে নামলেন জেন-জি ক্রিকেটাররা। লখনউয়ের অটল বিহারি বাজপেয়ী একানা স্টেডিয়ামের বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন ২৫০ জনেরও বেশি তরুণ ক্রিকেটার ও তাঁদের অভিভাবকরা। রাজ্যে একটির বদলে তিনটি রঞ্জি ট্রফি দল গঠনের দাবিতেই এই আন্দোলন।উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট প্লেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ) এবং ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটাররা যৌথভাবে এই বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। আন্দোলনকারীদের মূল অভিযোগ, রাজ্যের পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের ক্রিকেটাররা পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছেন না। বিশাল জনসংখ্যার এই রাজ্যে প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের যথাযথ বিকাশের জন্য একাধিক রঞ্জি দল প্রয়োজন বলে দাবি তাঁদের।সিপিএ-র রাজ্য সভাপতি অরবিন্দ সিং সংবাদমাধ্যমকে জানান, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও অতীতে রাজ্যের ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, প্রায় ২৫ কোটি জনসংখ্যার উত্তরপ্রদেশে অন্তত তিনটি রঞ্জি দল থাকা উচিত। বর্তমানে মাত্র একটি দল থাকায় সব অঞ্চলের ক্রিকেটাররা সমান সুযোগ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাঁর।আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় না রাখলে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্রিকেটার পিছিয়ে পড়বেন। তাই রঞ্জি দলের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক ভারসাম্য রাখার দাবিও জানাচ্ছেন তাঁরা। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা তুলে ধরছেন মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মডেল। মহারাষ্ট্র থেকে রঞ্জিতে অংশ নেয় মুম্বই ও বিদর্ভ। গুজরাট থেকে খেলে গুজরাট, সৌরাষ্ট্র ও বরোদা;তিনটি দল। সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলেছেন চেতেশ্বর পূজারা ও রবীন্দ্র জাদেজার মতো তারকা, আর বরোদার প্রতিনিধিত্ব করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই একই রাজ্য থেকে একাধিক রঞ্জি দল গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরছেন আন্দোলনকারী ক্রিকেটাররা।

ব্যাট হাতে ব্যর্থ

বল হাতে জোড়া উইকেট বৈভবের

নয়া জামানা ঃ ব্যাটিং তাণ্ডবের জন্য পরিচিত বৈভব সূর্যবংশী এবার বোলিংয়েও চমকে দিলেন ক্রিকেট দুনিয়াকে। দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের জার্সিতে বল হাতে দুই উইকেট তুলে নিলেন ১৫ বছর বয়সি তারকা, যার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেটদুনিয়ায়।সহ-অধিনায়ক বৈভব প্রথম ইনিংসে ব্যাটে রান পাননি। ২৮তম ওভারে অধিনায়ক ঈশান কিষান তাঁর হাতে বল তুলে দিতেই বাজিমাত। মাত্র দু'বলের মধ্যে তুলে নেন প্রথম উইকেট;এগিয়ে এসে চালাতে যাওয়া কিষান লিংডো ক্যাচ তুলে আউট হন। এর তিন বল পরই ইমলিওয়াতি লেমতুরের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বল জমা পড়ে উইকেটকিপার ঈশানের হাতে। উল্লাসে ফেটে পড়েন বৈভব ও সতীর্থরা। প্রথম ইনিংসে ৬ বলে ৮ রান করা বৈভবের এই বোলিং কীর্তি নজর কেড়েছে সকলের।কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের দোরগোড়ায় পূর্বাঞ্চল। সুদীপ কুমার ঘরামি ও শাহবাজ আহমেদের সেঞ্চুরিতে ৪৬৭ রান তোলার জবাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল গুটিয়ে যায় ১১১ রানে, ৫ উইকেট নেন অভিজিৎ সরকার। ফলো-অনের পর লাঞ্চে ৮ উইকেটে ১০২ রান তাদের, শামি উইকেটশূন্য, ৩ উইকেট অনুকূল রায়ের।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ

র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২ ধাপ লাফ তৃষা-গায়ত্রীর

নয়া জামানা ঃ বিশ্বের এক নম্বর জুটির কাছে সেমিফাইনালে হেরে ছিটকে গেলেও
ইতিহাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল শেষ চারে পৌঁছেই। ১৫ বছর পর দেশের প্রথম মহিলা ডাবলস জুটি হিসেবে ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক এনে দিলেন তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। স্বাভাবিকভাবেই র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাট উন্নতি হয়েছে এই জুটির।৩৯ নম্বর র‍্যাঙ্কিং নিয়ে দেশের মাটিতে টুর্নামেন্ট শুরু করা এই জুটি ব্রোঞ্জ জয়ের সুবাদে ১২ ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছেন ২৭ নম্বরে। শীর্ষ পঞ্চাশে এটাই সবচেয়ে বড় লাফ।
টুর্নামেন্টে একাধিক অঘটন ঘটিয়েছেন তাঁরা। প্রি-কোয়ার্টারে বিশ্বের ১৬ নম্বর জুটিকে হারানোর পর কোয়ার্টার ফাইনালে চার নম্বর জুটিকে হারান। সেমিফাইনালে চিনের জিয়া জি ফান ও ঝ্যাং সু জিয়ানের বিরুদ্ধে প্রথম গেম হেরেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে পরের দুই গেম জিতে (১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩) পদক নিশ্চিত করেন। প্রতিযোগিতা জুড়ে তৃষার স্ম্যাশ প্রতিপক্ষের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যোগ্য সঙ্গত দেন গায়ত্রী।সেমিফাইনালে অলিম্পিক্স রুপোজয়ী চিনা জুটির বিরুদ্ধে প্রথম গেম ২১-১৮ ব্যবধানে জিতেও পরের দুই গেমে হেরে বিদায় নেন তাঁরা।
তবে দেশের মাটির এই আসরে ভারতের একমাত্র পদক এনে দিয়ে মুখরক্ষা করেছেন তৃষা-গায়ত্রী।

শেয়ার নিয়ে টানাপোড়েন

ধোনি-চেন্নাই দূরত্ব আরও বাড়ল

নয়া জামানা ঃ গত আইপিএলের সময় থেকেই চেন্নাই সুপার কিংস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দূরত্বের খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফ্র্যাঞ্চাইজির শেয়ার ভাগাভাগি নিয়ে দু'পক্ষের সেই সম্পর্ক এখন আরও তলানিতে ঠেকেছে।২০০৮ সালে আইপিএল শুরু থেকেই চেন্নাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ধোনি দলের সফলতম অধিনায়ক। সর্বাধিক ম্যাচ ও রানের রেকর্ডও তাঁর দখলে। ক্রিকেটজীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবসরের পরও দলের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে যুক্ত থাকতে চান তিনি।চেন্নাই কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির দাবি, ধোনি প্রাথমিকভাবে দলের ২৫ শতাংশ শেয়ার কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শর্ত মেনে নেয়নি কর্তৃপক্ষ, যারা মাত্র তিন শতাংশ মালিকানা বিক্রি করতে ইচ্ছুক ছিল। দর কষাকষির পর ধোনি ২০ শতাংশে নামলে চেন্নাই চার শতাংশ বিক্রিতে রাজি হয়। তৃতীয় দফায় ধোনি ১৮ শতাংশের প্রস্তাব দিলেও কর্তৃপক্ষ ৫.৫ শতাংশের বেশি ছাড়তে নারাজ থাকায় সমঝোতা হয়নি।ওই ব্যক্তি জানান, ধোনি বিনামূল্যে নয়, অর্থ দিয়েই অংশীদারিত্ব কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। পুরো দর কষাকষি মৌখিক ভাবেই হয়েছে, কোনও লিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।বর্তমানে ধোনি ঘরোয়া ক্রিকেটার হিসেবে চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেন। ২০২৫ সালের মহানিলামে চার কোটি টাকায় তাঁকে ধরে রাখে ফ্র্যাঞ্চাইজি, যদিও চোটের কারণে তারপর থেকে খুব বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। গত আইপিএলে একটিও ম্যাচ খেলেননি মাহি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।